بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৭-১১/০২ | মঙ্গলবার, ২৭ জিলকদ, ১৪৩৭ হিজরী | ৩০/০৮/২০১৬ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জন কেরির ঢাকা সফরের বিশেষ তাৎপর্য: বিশ্বব্যাপী আমেরিকা কর্তৃক পরিচালিত "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" নয়া ক্ষেত্র হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ২৯/০৮/২০১৬, সোমবার, নয় ঘন্টার জন্য বাংলাদেশ সফরে এসে এদেশে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিস্তারের উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে কেরি বলেছে যে, স্থানীয় সশস্ত্র দলগুলোর সাথে 'ইসলামী রাষ্ট্র' সংগঠন (আই.এস) এর সম্পৃক্ততার বিষয়টি সে দ্ব্যর্থহীনভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনা করেছে এবং এ বিষয়ে হাসিনার সাথে তার কোন ধরনের মতবিরোধ হয়নি। সে আরো উল্লেখ করেছে যে, এখন থেকে বাংলাদেশের জনগণ 'অধিকতর মার্কিন উপস্থিতি' প্রত্যক্ষ করবে, যার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে আই.এস.আই.এস-এর ক্রমবর্ধমান হামলার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে যৌথ অভিযানে সম্পৃক্ত হওয়া।

কেরির বক্তব্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পহেলা জুলাইতে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারীতে হামলা সম্পর্কে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর বক্তব্য সঠিক ছিল। আই.এস.আই.এস-কে মোকাবেলা করার অজুহাতে বাংলাদেশকে ঘিরে আমেরিকার জঘন্য স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে গুলশান হামলার পরপরই আমরা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করি। নিশ্চয়ই এখন এটা পরিষ্কার যে, আমেরিকা তার ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি এই অঞ্চলে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্'র আশু উত্থানকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ইন্দো-বাংলা অঞ্চলে যুদ্ধের নতুন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুতের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। গুলশান হামলার পরে, জুলাই মাসের ২৭ তারিখে, আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ডের প্রধান অ্যাডমিরাল হ্যারি হ্যারিস টোকিও-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'রিবিল্ড জাপান ইনিশিয়েটিভ ফাউন্ডেশন'-এ প্রদত্ত তার বিশ মিনিটের বক্তব্যে বাংলাদেশে আই.এস.আই.এস হুমকি বিস্তারের বিষয়ে আলোচনা করেছে। (নেভিটাইমস, আগস্ট ৩, ২০১৬) মার্কিন নেভির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যখন এই অঞ্চলকে আমেরিকার সম্ভাব্য 'পঞ্চম যুদ্ধক্ষেত্র' হিসেবে উল্লেখ করে এবং আই.এস-কে থামানোর জন্য এখানকার মুসলিম প্রধান দেশগুলোকে আমেরিকার সাথে সহযোগিতা করার আহ্বান জানায়, তখন তা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এবং, দালাল হাসিনা যে ক্ষমতা রক্ষার জন্য তার মার্কিন-ভারত প্রভূদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমনিভাবে কেরি বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে "খুবই ঘনিষ্টভাবে" কাজ করার বিষয়ে হাসিনা "খুবই পরিষ্কার" ছিল।

হিযবুত তাহ্‌রীর, এই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে রুখে দেয়ার জন্য সবসময় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে, যাতে করে মার্কিনীদের এই বিদ্বেষপূর্ণ "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে" পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশকেও আরেকটি বলির পাঠা হতে না হয়। আমরা সর্বদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রিয় উম্মাহ্‌র পাশে থাকবো, যাতে তাদেরকে এই সাম্রাজ্যবাদীদের অনুগত দালালদের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে না হয়। ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের প্রতি **হিযবুত তাহ্‌রীর** উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে যে, আপনারা কাফের সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি হাসিনার আনুগত্যে সহযোগিতা করবেন না, কারণ তা নিশ্চিতভাবেই জাতির জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি বয়ে আনবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা মেনে চলো তবে তারা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।" [আলি ইমরান: ১৪৯]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ